যুগান্তর

02 JAN 2015

বই আলোচনা

দ্রুতই পাঠকপ্রিয় হবে বইটি

সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও কূটনীতিক ফারুক চৌধুরী 'জীবনের বালুকাবেলায়' শিরোনামে যে জীবনকথা লিখেছেন, তা পাঠ করা অত্যাবশ্যক এ কারণেই যে, অনেক অজানা কথা এর মধ্য থেকে জানা যায়, যা পাঠককে জীবন ঘনিষ্ঠ হতে সাহায্য করবে। শুধু কূটনীতির অন্দরমহলই নয়, নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ইতিহাসনিষ্ঠ বিবরণ তার জীবন কথায় পাওয়া যাবে। আগ্রহী পাঠকদের তাই এ গ্রন্থ সংগ্রহে রাখা বাঞ্ছনীয়। জনাব চৌধুরী তার জীবনের প্রতিটি পর্ব ধাপে ধাপে সাজিয়েছেন। যে কারণে এটি পড়তে, বুঝতে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না বরং এরপর কী এটা জানতে মন সামনের দিকে এগোতে থাকে। ফারুক চৌধুরী শিক্ষিত বনেদি পরিবারের সন্তান। তার লেখায় সুশিক্ষার সুপ্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। যেহেতু তার জীবনের সিংহভাগ কেটেছে কূটনীতির পেশায়, তাই তার লেখায় মার্জিত মানস এবং পরিমিতিবোধ থাকাই সঙ্গত। ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র ফারুক চৌধুরীর ভাষাবোধ যে কতটা চমৎকার, তা যারা এ বই পড়বেন তারা অবগত হবেন। অতি নিপুণভাবে তিনি তার লেখায় জুতসই শব্দের বিন্যাস ঘটিয়েছেন। সাহিত্যের ছাত্রদের লেখায় সাহিত্যের প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এতটা তা হয়তো অনেকের কাছ থেকেই আশা করা যায় না। সাহিত্যের সঙ্গে সূক্ষ্ম রসবোধ, যাকে বলে হিউমার জীবন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি বুঝিয়ে দেয়।

লেখকের বর্ণনা এতই মনোজ্ঞ যে, পাঠককে বইটির সর্বত্রই টেনে নিয়ে যাবে তার স্বাদ স্পর্শ ও অনুভব করতে। এ বই পড়া শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। জীবনের উপান্তে এসে ফেলে আসা ঘটনাবহুল জীবনের এতো নিখুঁত, নির্ভার বিবরণ ক'জনই বা দিতে পারেন? সাভার থেকে ঢাকা ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে তিন দিন পরে হাসপাতালে বাবার মৃত্যু, ছোট বোনের স্বামী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভেই শহীদ হওয়ায় মাত্র ৩২ বছরে তিনটি নাবালক সন্তান নিয়ে বৈধব্য জীবন, ১৯৯৪ সালের ২৭ অক্টোবর প্রিয়তম মায়ের চিরবিদায়— এ বইয়ের কিঞ্চিৎ দুঃখময় অধ্যায় হলেও বেশিরভাগই সুখ-সাফল্যের কীর্তিগাথা। যারা স্মৃতিধর এবং যাদের ডায়রি লেখার অভ্যাস আছে শুধু তাদের পক্ষেই সম্ভব মুহূর্তগুলোকে এমন জীবন্ত করে তোলা। জনাব চৌধুরীও হয়তো সে কাজটি করেছেন। তবে তিনি যে স্মৃতিধর তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এক উজ্জ্বল সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী ফারুক চৌধুরী। আগেই বলেছি 'জীবনের বালুকাবেলায়' ফারুক চৌধুরীর আত্মজৈবনিকমূলক লেখা হলেও ইতিহাসের দায় পূরণে বইয়ের কিছু অধ্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বর্ণনায় তিনি লিখেছেন— ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এর সেই অবিশ্বাস্য সকাল। পালাম বিমানবন্দর। আটটা বেজে দশ মিনিট। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর রূপালি কমেট বিমান। ধীরে ধীরে এসে সশব্দে সুস্থির। তারপর শব্দহীন বর্ণভেদী নীরবতা। সিঁড়ি নামল খুলে গেল দ্বার। দাঁড়িয়ে সহাস্যে, সুদর্শন, দীর্ঘকায়, ঋজু, নবীন দেশের রাষ্ট্রপতি। অকস্মাৎ এক নির্বাক জনতার ভাষাহীন জোয়ারের মুখোমুখি। সুউচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন তিনি আবেগের বাঁধভাঙা দুটি শব্দ জয় বাংলা। স্বাধীনতাউত্তর অভিজ্ঞতায় এই প্রথমবারের মতো দিল্লির আকাশে-বাতাসে, প্রতিধ্বনিত হলো আমাদের রাষ্ট্রপতির সম্মানে একুশটি তোপধ্বনি। তারপর বঙ্গবন্ধুর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন। তারপর ব্রাসব্যান্ডে 'আমার সোনার বাংলা' আর 'জনগণমন' দুটি দেশকে উপহার 'দেয়া বাংলার এক অমর কবির দুটি গানের রেশ সুমধুর। বিমানবন্দরে তার আনুষ্ঠানিক ভাষণে তিনি ভারত এবং ভারতবাসীকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি স্মরণ করলেন তার দেশবাসীকে— আমার মানুষের কাছ থেকে যখন আমাকে ছিনিয়ে নেয়া হলো, তারা কেঁদেছিল, আমি যখন কারাগারে, তারা চালিয়েছিল সংগ্রাম আর আজ আমি যখন ফিরছি তারা বিজয়ী। সেই মুহূর্তে দেখেছিলাম তার অশ্রুসিক্ত চোখ। সেই অশ্রু ছিল ভালোবাসা, গর্ব আর আনন্দের।

স্বাধীন দেশে ফেরার পথে বঙ্গবন্ধু কেন যাত্রার সূচি পরিবর্তন করেছিলেন, সে ব্যাপারে ফারুক চৌধুরী লিখেছেন— প্লেনে বঙ্গবন্ধুর মুখেই শুনেছিলাম সিদ্ধান্ত বদলের কারণগুলো। শুনলাম কলকাতা যাত্রার সূচি পরিবর্তনের কারণ ছিল তিনটি। বঙ্গবন্ধুর ইচ্ছে প্রথম সুযোগেই তার দেশের মানুষের কাছে ফিরে যাওয়া। দ্বিতীয়ত, যদি কোনো কারণে কলকাতায় বিলম্ব ঘটে, শীতের সন্ধ্যা নামে তাড়াতাড়ি, তাহলে সন্ধ্যায় ঢাকায় জনসভা অনুষ্ঠান করা, ঢাকার বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিশ্চয়তায় হয়তো অসম্ভব হতো। তৃতীয়ত, স্বাধীনতা সংগ্রামে পশ্চিমবঙ্গ আর কলকাতার অধিবাসীরা বাংলাদেশের লাখ লাখ মানুষকে আশ্রয় দিয়েছে। তাদের ঢাকার যাত্রাপথের বিরতিতে ধন্যবাদ না জানিয়ে বঙ্গবন্ধুর মতে, যথার্থ হবে, একটি বিশেষ সফরে কলকাতা গিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা। আর দিল্লি-ঢাকার এই যাত্রা, ভারতের রাষ্ট্রপতির বিমান, রাজহংসে নয় কেন? বঙ্গবন্ধুর কথায়, ব্রিটিশ সরকার বিশেষ সৌজন্যমূলক ব্যবস্থায় যে

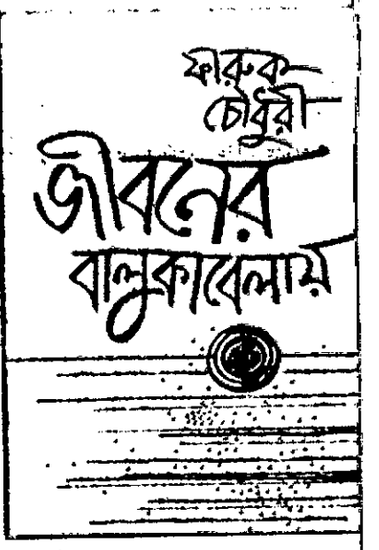

বিমানটি দিয়েছে, মাঝপথে অকারণে তা বদল করা সমীচীন হতো না মোটেও।

প্রথমা প্রকাশন থেকে এই আত্মজীবন কথা বইয়ের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৫০ টাকা। জনাব চৌধুরীর দীর্ঘ জীবনের পূর্ণতাদানে এ বই বিশেষ ভূমিকা রাখবে। ঠিকঠাক মতো খবর পৌঁছালে বইটি দ্রুতই নিকেশ হয়ে যাবে। লেখক ও প্রকাশককে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। ■

■ দিদার হাসান